সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয়ে নিরীক্ষা ও হিসাব সেবা

৫১তম বার্ষিকী উদ্‌যাপন

০১.ভূমিকা

অর্থনৈতিক বৈষম্য, নিপীড়ন, গণতান্ত্রিক অধিকার ও মৌলিক চাহিদা বঞ্চিত এই দেশের জনগণের জন্য একটি সোনার বাংলার স্বপ্ন সত্য হয়েছিল হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বলিষ্ঠ নেতৃত্ব, কোটি মানুষের সংগ্রামী আত্মত্যাগ এবং ৩০ লাখ শহিদের রক্তের বিনিময়ে। পৃথিবীর মানচিত্রে আত্মপ্রকাশ করেছিল একটি নতুন রাষ্ট্র লাল সবুজের বাংলাদেশ। নব-প্রতিষ্ঠিত এই রাষ্ট্রে জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণের রূপরেখা হিসেবে জাতির জনকের দূরদর্শী নেতৃত্বে ৪ নভেম্বর ১৯৭২ সালে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান প্রণীত হয়। মহান মুক্তিযুদ্ধের সোনালি অর্জন স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের সংবিধান রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় জনগণের ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে এক শাশ্বত দলিল, এই ভূখন্ডের সর্বোচ্চ আইন। রাষ্ট্র পরিচালনার প্রথম দিন থেকেই প্রচেষ্টা ছিল জবাবদিহিতামূলক রাষ্ট্র কাঠামো তৈরি, যার প্রকাশ সংবিধানের ৮ম অধ্যায়ে সরকারি আর্থিক ব্যবস্থাপনায় জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণের জন্য বাংলাদেশের কম্পট্রোলার ও অডিটর জেনারেল পদের সৃষ্টি।

বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা ও সংবিধান প্রণয়নের মাধ্যমে জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণ ও সার্বিক মুক্তি অর্জনের অভিযাত্রার ধারাবাহিকতায় জাতির জনকের সুযোগ্য কন্যা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অনন্য সাধারণ নেতৃত্ব ও নিরলস প্রচেষ্টায় মানব উন্নয়ন সূচকে বাংলাদেশের উন্নতি এবং স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে আমাদের অগ্রযাত্রা নজর কেড়েছে সমগ্র বিশ্বের। "রূপকল্প ২০৪১" কার্যক্রম গ্রহণের মাধ্যমে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তার পিতার সোনার বাংলা গড়ার স্বপ্ন বুননের কাজ এগিয়ে নিচ্ছেন। সংবিধানের ৭(১) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ। তাই, জনগণের জীবনমান উন্নয়ন এবং মানসম্পন্ন জনসেবা প্রদানের জন্য রাষ্ট্রীয় সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করা অত্যাবশ্যক। সে লক্ষ্যে সরকারের আয় ও ব্যয়ে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠার জন্য জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ১৯৭৩ সালের ১১ মে কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেলের কার্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়; যা ছিল সামগ্রিক সরকারি আর্থিক ব্যবস্থাপনায় জনগণের স্বার্থ সুরক্ষিত করার এক বলিষ্ঠ পদক্ষেপ।

০২. প্রেক্ষাপট

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল কার্যালয়কে সুশাসন ও শক্তিশালী গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার অন্যতম প্রতীক হিসেবে বিবেচনা করা হয়। কেননা, কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল কার্যালয়ের পেশাগত নিরীক্ষা ও হিসাব সেবার মাধ্যমে প্রণীত অডিট রিপোর্ট মহান সংসদে উপস্থাপন নিশ্চিত করে থাকে জনগণের কাছে জবাবদিহিতা। এতে করে সরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে জবাবদিহিতা, সততা ও দক্ষতা নিশ্চিত হয়; যা একই সাথে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকেও শক্তিশালী করে। অডিটর জেনারেলের কার্যালয়ের নিরীক্ষা ও হিসাব সেবার মাধ্যমে সরকারি ব্যয়ের ক্ষেত্রে আর্থিক ও অন্যান্য বিধিবিধান প্রতিপালন নিশ্চিত হয়; সম্পদ ব্যবহারে অপচয় হ্রাস পায়, দুর্নীতির ঝুঁকি হ্রাস পায়, সম্পদের দক্ষ ও কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত হয় এবং নিরীক্ষার

সুপারিশসমূহ প্রতিষ্ঠানে সম্পদ ব্যবহার ও সেবার মান উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে থাকে। সর্বোপরি, নিরীক্ষার ফলাফলস্বরূপ নিশ্চিত হয় উন্নত সেবা প্রাপ্তি যা জনগণের সার্বিক জীবনমানের উন্নয়নে প্রভাব ফেলে থাকে।

আমাদের সংবিধানের ৮ম অধ্যায়ে বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (সিএজি)-কে তাঁর দায়িত্ব নির্বাহের জন্য যে স্বাধীন ও শক্তিশালী ম্যানডেট প্রদান করা হয়েছে তা পৃথিবীর অনেক দেশের কাছেই অনুসরণীয়। স্বাধীনতার শুরুতেই স্বল্প সময়ের মধ্যে প্রণীত সংবিধানে ১২৭-১৩২ অনুচ্ছেদে জনগণের নিকট জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে এই সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানকে শক্তিশালীকরণের যে দূরদর্শী চিন্তা করা হয়েছিল তা সুশাসনের ভিতকে করেছে শক্তিশালী। যার একটি উল্লেখযোগ্য উদাহরণ হলো— বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল কার্যালয় এবং তার অধীনস্থ বিভিন্ন কার্যালয়ের বাজেটের প্রতি ০১ টাকার বিপরীতে সরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে অনিয়মিত ব্যয় বাবদ সরাসরি আদায়ের পরিমাণ ১০৬ টাকা। অর্থাৎ সিএজি কার্যালয়ের বিপরীতে ব্যয়িত ০১ টাকা প্রায় ১০৬ গুণ সুফল বয়ে আনছে। এছাড়াও, যদি সমন্বয়, অপচয় হ্রাস ও দুর্নীতি প্রতিরোধ ইত্যাদি বিষয় বিবেচনায় নেয়া হয় তবে নিরীক্ষার মাধ্যমে ভ্যালু এডিশন প্রকৃতপক্ষে আরো বহুগুণ।

বাংলাদেশে সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১২৮(১) এর মতে, "মহা হিসাব-নিরীক্ষক প্রজাতন্ত্রের সরকারী হিসাব এবং সকল আদালত, সরকারী কর্তৃপক্ষ ও কর্মচারীর সরকারী হিসাব নিরীক্ষা করিবেন ও অনুরূপ হিসাব সম্পর্কে রিপোর্টদান করিবেন এবং সেই উদ্দেশ্যে তিনি কিংবা সেই প্রয়োজনে তাঁহার দ্বারা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত যে কোন ব্যক্তির দখলভুক্ত সকল নথি, বহি, রসিদ, দলিল, নগদ অর্থ, স্ট্যাম্প, জামিন, ভান্ডার বা অন্য প্রকার সরকারী সম্পত্তি পরীক্ষার অধিকারী হইবেন।" এবং ১২৮ (৪) এর মতে —"এই অনুচ্ছেদের (১) দফার অধীন দায়িত্বপালনের ক্ষেত্রে মহা হিসাব-নিরীক্ষককে অন্য কোন ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষের পরিচালনা বা নিয়ন্ত্রণের অধীন করা হইবে না।''

কম্পট্রোলার অ্যান্ড অডিটর জেনারেল (অতিরিক্ত কার্যাবলী) আইন, ১৯৭৪ এর মাধ্যমে অডিটর জেনারেলকে সংবিধিবদ্ধ সরকারি কর্তৃপক্ষ, পাবলিক এন্টারপ্রাইজ ও লোকাল অথরিটির অডিটসহ আরও কিছু অতিরিক্ত দায়িত্ব প্রদান করা হয়। উল্লেখ্য যে, স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম সংসদেই, ১৯৭৪ সালের জানুয়ারি মাসে সর্বপ্রথম পাবলিক একাউন্টস কমিটি গঠিত হয় ; যার সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন মাননীয় সংস্যদ সদস্য জনাব জহিরুল কাইয়ুম। উক্ত পাবলিক একাউন্টস কমিটির সর্বপ্রথম বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছিল ২৬ ই জানুয়ারি ১৯৭৪ সালে — এর মাধ্যমেই শুরু হয়েছিল জনগণের প্রতিনিধির কাছে প্রাতিষ্ঠানিক জবাবদিহিতা।

জাতির পিতার দেখানো পথ ধরে জনগণের সম্পদ ব্যবহারে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর কার্যালয় ১১ মে ২০২৪ তারিখে গৌরবময় অগ্রযাত্রার ৫১ বছর পূর্ণ করেছে। "মানসম্পন্ন নিরীক্ষার মাধ্যমে সুশাসন ও উন্নত জনসেবা প্রদান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে জনগণের সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবস্থাপনা বিষয়ে নাগরিক, সংসদ এবং অন্যান্য অংশীজনদের নিরপেক্ষ নিশ্চয়তা প্রদান" হচ্ছে বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল কার্যালয়ের ভিশন।

০৩. অগ্রগতির ধারাবাহিকতা

উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর কার্যালয় সুপ্রিম অডিট ইনস্টিটিউশন (এসএআই) নামেও অভিহিত। এ কার্যালয় তার আওতাভুক্ত ১৭টি নিরীক্ষা অধিদপ্তর, ৩টি হিসাব সার্কেল এবং একটি ফাইনান্সিয়াল ম্যানেজম্যান্ট

একাডেমির (ট্রেনিং উইং) মাধ্যমে জনগণের অর্থের নিরীক্ষা এবং হিসাব সেবার মাধ্যমে সুশাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সাংবিধানিকভাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত। বর্তমানে সরকারের জবাবদিহিতা আরো সুনির্দিষ্ট করার লক্ষ্যে সিএজি কার্যালয়ের অধীনে ১৭টি অডিট অধিদপ্তর সরকারের বিভিন্ন বিভাগ ও প্রতিষ্ঠান এবং বিষয়ভিত্তিক ক্ষেত্রগুলো নিরীক্ষার মাধ্যমে জনগণের স্বার্থ সুরক্ষায় এবং সরকারি কর্মকাণ্ডের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠায় নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। পেশাদারিত্ব, নির্ভরযোগ্যতা, বস্তুনিষ্ঠতা , জবাবদিহিতা, বিশ্বাসযোগ্যতা, স্বচ্ছতা, গতিশীলতা ও নৈতিকতাই এসএআই বাংলাদেশ এর মূল্যবোধের ভিত্তি।

সিএজি কার্যালয় তার মূল্যবোধের ভিত্তি সুদৃঢ় করার জন্য প্রণয়ন করেছে গভার্নেন্স ফ্রেমওয়ার্ক, দীর্ঘমেয়াদি কৌশলগত পরিকল্পনা ও বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা। একইসাথে নিরীক্ষাকার্যে আন্তর্জাতিক মান নিশ্চিত করার জন্য INTOSAI ফ্রেমওয়ার্ক অফ প্রফেশনাল প্রোনাউন্সমেন্ট (IFPP) -এর সাথে সংগতি রেখে গভার্মেন্ট অডিটিং স্ট্যান্ডার্ডস, বিভিন্ন ধরনের নিরীক্ষা গাইডলাইন্স ও ম্যানুয়াল তৈরি করা হয়েছে। এছাড়াও, নিরীক্ষকের কাজের পেশাগত মান ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য কোড অফ এথিকস এবং কোয়ালিটি কন্ট্রোল সিস্টেমও তৈরি করা হয়েছে। সিএজি কার্যালয় তার নিজস্ব স্বচ্ছতার অংশ হিসেবে নিয়মিতভাবে প্রকাশ করছে নিউজলেটার এবং এনুয়াল একটিভিটি রিপোর্ট।

অপরদিকে সরকারি হিসাবের মান উন্নয়নের জন্য অর্থবছর ২০১৮-২০১৯ সাল থেকে ইন্টারন্যাশনাল পাবলিক সেক্টর একাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ডস (IPSAS) ক্যাশ অনুযায়ী আর্থিক হিসাব ও উপযোজন হিসাব প্রণয়ন করা হচ্ছে। একই সাথে হিসাব ও প্রি-অডিট সেবার মান নিশ্চিত করার জন্য হিসাব সম্পর্কিত বিভিন্ন ম্যানুয়াল, পরিদর্শন এবং আইসিইউ নির্দেশিকা ইত্যাদি প্রণয়ন করা হয়েছে।

বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেলের কার্যালয় তার সৃষ্টির শুরু থেকে সংস্কার কার্যক্রমের উপর জোর দেয়। কেননা, চিরায়ত অডিট, হিসাব কাঠামো ও পদ্ধতি জাতির পিতার সোনার বাংলা গড়ার স্বপ্ন পূরণের জন্য যথেষ্ট ছিল না। এ পদ্ধতির উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন সময়ে কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেলের কার্যালইয়ে সংস্কার ও উন্নয়নের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ৯০-এর দশকে Committee of Reforms in Budgeting and Expenditure Control (CORBEC) এর প্রস্তাবনার আলোকে The Reform in Budgeting and Expenditure Control (RIBEC), পরবর্তীতে Financial Management Reforms Program (FMRP), 'Strengthening Public Expenditure Management Program (SPEMP) এবং এর পাশাপাশি Reforms in Government Audit (RIGA) ও Strengthening Comptrollership and Oversight of Public Expenditure (SCOPE) প্রকল্পের মাধ্যমে ব্যাপক সংস্কার কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। এরই ফলে হিসাবের ডিজিটালাইজেশন, ৫৬-ডিজিটের Budget and Accounting Classification System (BACS), Integrated Budget and Accounting System (iBAS++) এবং নিরীক্ষা স্ট্যান্ডার্ডস ও পদ্ধতির মান উন্নত হয়। বর্তমানে, Strengthening Public Financial Management to enable Service Delivery (SPFMS) এবং Technical Assistance to Support the Implementation of the PFM Reform Strategic Plan in Bangladesh কর্মসূচির আওতায় সংস্কার কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

ফাইন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট একাডেমি (ফিমা) কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল কার্যালয়ের প্রশিক্ষণ উইং। দক্ষ মানব সম্পদ তৈরির লক্ষ্যে ফিমা সরকারি আর্থিক ব্যবস্থাপনার উপর অডিট এন্ড একাউন্টস্ ডিপার্টমেন্টের সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীসহ

সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে। ফিমা বিগত পাঁচ বছরে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ, সংযুক্ত দপ্তর, অধস্তন অফিসসমূহের চাহিদা মোতাবেক আর্থিক ব্যবস্থাপনা বিষয়ে প্রায় ৩২৭৫ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে।

অডিট এন্ড একাউন্টস্ ডিপার্টমেন্টের কর্মকর্তা/কর্মচারীদেরকে বিশেষায়িত জ্ঞান ও সর্বোচ্চ পেশাদারিত্বের সাথে দায়িত্ব পালন করতে হয়। সে লক্ষ্যে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের পেশাগত উৎকর্ষ সাধনের জন্য বিভিন্ন বিষয়ের ওপর উচ্চতর ও পেশাদারি ডিগ্রি অর্জনের জন্য উৎসাহিত করা হয়। যার আওতায় ইতোমধ্যে এই ডিপার্টমেন্টের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক কর্মকর্তা বিভিন্ন বিষয়ে বিশ্বের খ্যাতনামা বিশ্ববিদ্যালয় হতে মাস্টার্স ডিগ্রি এবং প্রফেশনাল ডিগ্রি অর্জন করেছেন।

০৪. পাবলিক একাউন্টস কমিটির সাথে সম্পর্ক জোরদারকরণ

বিভিন্ন ধারাবাহিক সংস্কার কার্যক্রমের মাধ্যমে সিএজি কার্যালয় এবং পাবলিক একাউন্টস কমিটির মধ্যে একটি কার্যকর নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা হয়েছে। সরকারি ব্যয় ও আর্থিক জবাবদিহিতায় সরকারি হিসাব কমিটির কার্যক্রম অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ, বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (সিএজি) এর অডিট রিপোর্টের চূড়ান্ত গন্তব্যস্থল হলো সরকারি হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি। সিএজি'র রিপোর্ট এই কমিটি কর্তৃক আলোচনা ও এর আলোকে কমিটি কর্তৃক অনুশাসন প্রদানের মাধ্যমেই জনগণের নিকট নির্বাহী বিভাগের জবাবদিহিতা নিশ্চিত হয়। এই বিষয়ে জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী বিধি এর বিধি ২৩৩(১) অনুযায়ী সরকারি হিসাব সম্পর্কিত কমিটি (পিএসি) সরকারের ব্যয় নির্বাহকল্পে সংসদ কর্তৃক মঞ্জুরীকৃত অর্থের নির্দিষ্টকরণ সংবলিত হিসাব ও সরকারের আর্থিক হিসাব ও সমীচীন মনে করলে সংসদে উত্থাপিত অন্যান্য আর্থিক হিসাবও পরীক্ষা করবেন এবং প্রতিষ্ঠানের অনিয়ম ও ত্রুটি-বিচ্যুতি পরীক্ষা করে তা দূরীকরণের জন্য প্রয়োজনীয় সুপারিশসহ সংসদে রিপোর্ট পেশ করবেন। অর্থাৎ সরকারি হিসাব কমিটি (পিএসি) পেশকৃত রিপোর্ট এর মাধ্যমে মহান জাতীয় সংসদকে সরকারি ব্যয়, আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও অন্যান্য কর্মকাণ্ডের স্বচ্ছতা, মিতব্যয়িতা, দক্ষতা ও ফলপ্রসূতা সম্পর্কে অবগত করেন।

এখন পর্যন্ত সিএজি'র মোট ১২৮৯টি (কমপ্লায়েন্স অডিট রিপোর্ট ১২৫৩টি, পারফরমেন্স অডিট রিপোর্ট ৩৪টি এবং ফাইন্যান্সিয়াল অডিট রিপোর্ট ০২টি) নিরীক্ষা প্রতিবেদন মহান জাতীয় সংসদে পেশ করা হয়েছে। এর মধ্যে এই পর্যন্ত ১০৫৪টি (কমপ্লায়েন্স অডিট রিপোর্ট ১০৩৪ টি, পারফরমেন্স অডিট রিপোর্ট ২০টি) আলোচিত হয়েছে এবং ২৩৫টি (কমপ্লায়েন্স অডিট রিপোর্ট ২১৯ টি, পারফরমেন্স অডিট রিপোর্ট ১৪ টি এবং ফাইন্যান্সিয়াল অডিট রিপোর্ট ০২টি) অনালোচিত রয়েছে। উল্লেখ্য যে, ইতোমধ্যে দ্বাদশ জাতীয় সংসদের হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি গঠিত হয়েছে।

০৫. বিভিন্ন দেশের এসএআই ও আন্তর্জাতিক সংগঠনের সাথে সম্পর্ক জোরদারকরণ

International Organization of Supreme Audit Institution (INTOSAI), INTOSAI Development Initiative (IDI), Asian Organization of Supreme Audit Institution (ASOSAI) প্রভৃতি আন্তর্জাতিক সংস্থায় বাংলাদেশের সিএজি কার্যালয়ের সাফল্যমন্ডিত ভূমিকা রয়েছে। ২০১৮-২০২১ সময়কালে ASOSAI এর গভর্নিং বোর্ডে সদস্য হিসেবে SAI বাংলাদেশ দায়িত্ব পালন করেছে।

বর্তমান সিএজি জনাব মো: নূরুল ইসলাম দায়িত্ব গ্রহণের পরপরই এই ধরনের সম্পর্ক উন্নয়নের উপর জোর দেন, যার ধারাবাহিকতায় SAI বাংলাদেশের সাথে SAI তুরস্কের মধ্যে যৌথ প্রশিক্ষণ ও সক্ষমতা উন্নয়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম বিষয়ে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে এবং এর আওতায় কার্যক্রম চলমান রয়েছে। SAI বাংলাদেশ নিজস্ব কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির পাশাপাশি অন্যান্য SAI এর কর্মদক্ষতা বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখছে। ASOSAI এবং IDI আয়োজিত বিভিন্ন ট্রেইনিং প্রোগ্রামে ট্রেইনার হিসেবে এবং UNDP এর অর্থায়নে বাস্তবায়িত Inclusive Budgeting and Financing for Climate Resilience (IBFCR) প্রকল্পের সহায়তায় জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অডিটের উপর ফাইন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট একাডেমি (ফিমা) কর্তৃক ৭ টি দেশের SAI এর প্রশিক্ষণার্থীদের অনলাইন প্লাটফর্মের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

এছাড়াও, Financial Reporting Council (FRC), Institute of Chartered Accountants of Bangaldesh (ICAB), Institute of Cost and Management Accountants of Bangladesh (ICMAB) সহ আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান International Federation of Accountants (IFAC) এর সাথে কার্যক্রম বৃদ্ধির বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে।

০৬. সেবা কার্যক্রমের অগ্রগতি

চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের প্রাক্কালে প্রযুক্তির সর্বোত্তম ব্যবহার ঘটিয়ে ডিজিটাল বাংলাদেশ আজ বিদ্যমান বাস্তবতা। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সফল নেতৃত্বে "ডিজিটাল বাংলাদেশ" বিনির্মাণে নিরীক্ষা ও হিসাব বিভাগের অবদান অনস্বীকার্য। জাতির পিতার দেখানো পথ ধরে জনগণের সম্পদ ব্যবহারে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ এবং জনগণের কাছে হিসাব ও নিরীক্ষা সেবা পৌঁছে দিতে বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর কার্যালয় এবং এর আওতাধীন কার্যালয়সমূহ বদ্ধপরিকর। সেবা কার্যক্রম আরও সুসংহত, সহজ ও বেগবান করার লক্ষ্যে সিএজি কার্যালয় ও এর আওতাধীন কার্যালয়সমূহ সাম্প্রতিক সময়ে উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

➢ ওয়ানস্টপ সার্ভিস সেন্টারের প্রবর্তন:

দেশব্যাপী তিনটি হিসাব সার্কেল অর্থাৎ সিজিএ, সিজিডিএফ এবং রেলওয়ের আওতাধীন সকল হিসাবরক্ষণ কার্যালয়ে সম্মানিত পেনশনারসহ সেবাগ্রহীতাগণকে বিনয়, সৌজন্য, আন্তরিকতা এবং নিষ্ঠার সাথে তাৎক্ষণিকভাবে সকল সেবা প্রদানের জন্য ওয়ানস্টপ সার্ভিস সেন্টারের প্রবর্তন করা হয়েছে। সম্মানিত পেনশনারদের লাইফ ভেরিফিকেশন, ব্যাংক হিসাব বা মোবাইল নাম্বার পরিবর্তন, বিধিগত পরামর্শসহ অন্যান্য যাবতীয় সেবা ওয়ানস্টপ সার্ভিস এর মাধ্যমে দ্রুততম সময়ে প্রদান করা হচ্ছে। যথাযথভাবে সেবাগ্রহীতাগণ সেবা পাচ্ছেন কিনা তা সিএজি কার্যালয় কর্তৃক গঠিত মনিটরিং টিম এর মাধ্যমে নিশ্চিত করা হচ্ছে। নিম্নের সারণিতে বিভিন্ন ওয়ানস্টপ সার্ভিস সেন্টারের মাধ্যমে প্রদানকৃত ই-সেবাসমূহের একটি সার্বিক চিত্র তুলে ধরা হলো:

সারণি ১: বিভিন্ন ওয়ানস্টপ সার্ভিস সেন্টারের বছর ওয়ারী ই-সেবা গ্রহীতার সংখ্যা

ই-সেবাসমূহ ও এই সংক্রান্ত অভিযোগ সংখ্যা	অর্থবছর ২০২০-২০২১	অর্থবছর ২০২১-২০২২	অর্থবছর ২০২২-২০২৩	অর্থবছর ২০২৩-২০২৪ (০১-০৫-২০২৪)	মোট
পেনশন ই-সেবা গ্রহণকারীর সংখ্যা	২৮৭১২	১২২২২১	৩১৪৭১৫	২৫০৪৬৫	৭১৬১১৩
জিপিএফ ই-সেবা গ্রহণকারীর সংখ্যা	১২৮০০৩	৮১৫৭১৫	২১৯৪০৫০	২০৪৮৫১২	৫১৮৬২৮০
অভিযোগের সংখ্যা	৯৮৯০	১৬৯৯৬	৯১২৫	৪০৯১	৪০১০২

উপরে বর্ণিত সারণির তথ্যাবলি বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, বছর ওয়ারী পেনশন ও জিপিএফ ই-সেবা গ্রহীতার সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং অপরদিকে এ সংক্রান্ত অভিযোগের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পাচ্ছে।

➢ **পেনশন ই-সেবা প্রবর্তন:**

- বর্তমান সিএজির প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে মুজিব শতবর্ষ উপলক্ষ্যে ১৭ মার্চ ২০২১ এর মধ্যে শতভাগ সম্মানিত পেনশনারকে EFT এর আওতায় আনয়ন এবং প্রতি মাসের প্রথম সপ্তাহে সম্মানিত পেনশনারগণের ব্যাংক হিসাবে পেনশনসহ অন্যান্য ভাতা প্রেরণ নিশ্চিত করা হয়েছে;
- বেসামরিক পেনশনারের ন্যায় সামরিক পেনশনারের মাসিক পেনশন EFT'র মাধ্যমে সরাসরি সম্মানিত পেনশনারদের ব্যাংক একাউন্টে প্রদান করা হচ্ছে;
- সম্মানিত পেনশনারদের হিসাবরক্ষণ অফিস অথবা ব্যাংকে গিয়ে পেনশন এবং অন্যান্য ভাতার জন্য অপেক্ষার অবসান হয়েছে। মাসিক পেনশন কার্যক্রম অটোমেশনের মাধ্যমে সারা বাংলাদেশে পেনশন প্রদানের ফলে সোনালী ব্যাংকের কমিশন বাবদ প্রতিবছর সরকারি অর্থের সাশ্রয় হচ্ছে;
- কল সেন্টারে ফোন কলের মাধ্যমে পেনশন সংক্রান্ত যাবতীয় সমস্যার তাৎক্ষণিক সমাধান এবং সিএএফও পেনশন এবং ফান্ড ম্যানেজমেন্ট এর ওয়েবসাইট থেকে তাৎক্ষণিক পেনশন সংক্রান্ত তথ্য পাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে;
- সম্মানিত পেনশনারদের জন্য সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে অনলাইনভিত্তিক Grievance Redress System অর্থাৎ অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে;
- সম্মানিত পেনশনারগণের Mobile app এর মাধ্যমে লাইফ ভেরিফিকেশনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

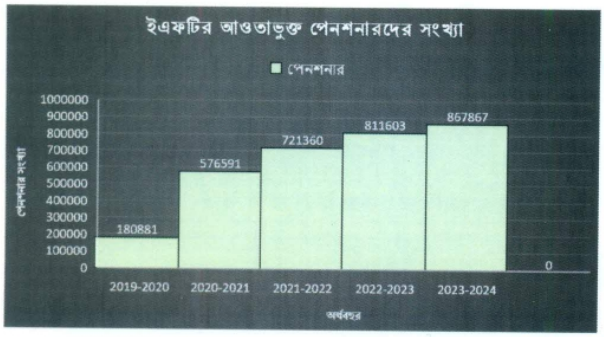

এই সেবা কার্যক্রমকে স্থায়ী চর্চায় পরিণত করার লক্ষ্যে "তিন স্তরবিশিষ্ট মনিটরিং ব্যবস্থা" প্রবর্তন করা হয়েছে — সেবা প্রদানকারী কার্যালয়, সিজিএ/সিএএফও পেনশন এন্ড ফান্ড ম্যানেজমেন্ট কার্যালয় এবং সিএজি কার্যালয়েও কেন্দ্রীয়ভাবে মনিটরিং সেল খোলা হয়েছে।

➢ অভিন্ন ও কেন্দ্রিয়ভাবে পরিশোধনীয় MICR (Magnetic Ink Character Recognition) চেক প্রণয়ন:

সরকারের পরিশোধ পদ্ধতিতে বহুমুখী পরিশোধ ব্যবস্থা চালু থাকায় হিসাবরক্ষণ প্রক্রিয়ায় জটিলতা সৃষ্টি হতো । দক্ষ, কার্যকর এবং ইউনিফর্ম পরিশোধ পদ্ধতির ব্যবহার আর্থিক রিপোর্ট এর সঠিকতা নিশ্চিতকরণের সাথে সাথে সেবা প্রদানে গতিশীলতা বৃদ্ধি করে। সেই প্রেক্ষিতে, ১ জুলাই ২০২১ থেকে সিজিএ, সিজিডিএফ এবং রেলওয়ের আওতাধীন সকল হিসাবরক্ষণ অফিস ও অন্যান্য পরিশোধ টার্মিনালে সরকারি কোষাগার হতে (EFT এর মাধ্যমে পরিশোধের ক্ষেত্র ব্যতীত) সকল অর্থ পরিশোধ বাংলাদেশ ব্যাংকের মতিঝিল ব্রাঞ্চ থেকে পরিশোধনীয় অভিন্ন MICR চেকের মাধ্যমে সম্পন্ন করা হচ্ছে। MICR চেকের মাধ্যমে পরিশোধ ব্যবস্থা চালু হবার ফলে একদিকে যেমন হিসাবরক্ষণ ব্যবস্থা কেন্দ্রীভূত করা সম্ভব হয়েছে, অন্যদিকে তা সরকারের ক্যাশ ম্যানেজমেন্ট শক্তিশালীকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। MICR চেক প্রণয়নের ফলে সোনালী ব্যাংকের কমিশন বাবদ প্রতিবছর সরকারের উল্লেখযোগ্য অর্থ সাশ্রয় করা সম্ভব হচ্ছে।

➢ সাধারণ ভবিষ্য তহবিল সংক্রান্ত ই-সেবা

এই সংক্রান্ত যে সকল ই-কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে, তা হলো:

- প্রায় ১২ লক্ষ সরকারি (সামরিক, বেসামরিক) কর্মচারীগণের সাধারণ ভবিষ্য তহবিলের স্থিতি অটোমেশন এর আওতায় আনয়ন;
- সরকারি কর্মচারীগণের সাধারণ ভবিষ্য তহবিল এর জন্য ১০ ডিজিটের ডিজিটাল এবং ইউনিক হিসাব নম্বর প্রবর্তন;
- সরকারি কর্মচারীগণের অনলাইনে আইবাস++ এর মাধ্যমে সাধারণ ভবিষ্য তহবিলের হিসাব খোলা এবং হিসাবের নমিনি পরিবর্তনের ব্যবস্থা;
- সরকারি কর্মচারীগণের সাধারণ ভবিষ্য তহবিলের হালনাগাদ তথ্য আইবাস++ সিস্টেম থেকে অথবা www.pension.gov.bd ওয়েবসাইট থেকে জানা/ডাউনলোডের ব্যবস্থাকরণ।

➢ সরকারি কর্মচারীগণের বেতনভাতাদি

এই সংক্রান্ত যে সকল ই-কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে, তা হলো:

- ১২ লক্ষ সরকারি কর্মচারীগণের (সামরিক, বেসামরিক) মাসিক বেতন অনলাইনে আইবাস++ এর মাধ্যমে দাখিল এবং প্রতি মাসের প্রথম কর্মদিবসে ইএফটি'র মাধ্যমে সরাসরি ব্যাংক হিসাবে প্রদান;
- সরকারি কর্মচারীগণের বিভিন্ন ভাতাদি (দৈনিক ভাতা, ভ্রমণ ভাতা ইত্যাদি) অনলাইনে আইবাস++ এর মাধ্যমে দাখিল এবং ইএফটি'র মাধ্যমে সরাসরি ব্যাংক হিসাবে প্রদান;
- সরকারি কর্মচারীগণের ছুটির হিসাব অটোমেশন এর আওতায় আনয়ন;
- সিজিডিএফ এর উদ্যোগে বর্তমানে তিন বাহিনীর কমিশন্ড অফিসার এবং সৈনিকদের বেতন-ভাতা, সার্ভিস রেকর্ডসহ আইবাস++-এ ইএফটি'র মাধ্যমে প্রদান করা;
- বাংলাদেশ রেলওয়েতে আইবাস++ চালু করা হয়েছে এবং কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন ও ভাতা ইএফটি-তে পরিশোধ করা হচ্ছে। এছাড়া অন্যান্য আর্থিক সেবাসমূহ ডিজিটাল পদ্ধতিতে প্রদানের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

➢ অন্যান্য বিষয়াদি

- সরকারি কর্মচারীগণের ব্যক্তিগত বেতন ভাতাদি ছাড়াও ডিডিও কর্তৃক দাখিলকৃত অন্যান্য সকল বিলসমূহ (ঠিকাদার) অনলাইনে আইবাস++ এর মাধ্যমে দাখিলের ব্যবস্থা এবং ইএফটি / MICR চেকের মাধ্যমে প্রদান করা হচ্ছে;
- সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী সেবাসমূহ যেমন মুক্তিযোদ্ধা ভাতা, বয়স্ক ভাতা, বিধবা ভাতা, মাতৃত্বকালীন ভাতা, প্রতিবন্ধী ভাতা প্রভৃতি সংশ্লিষ্ট সুবিধাভোগীর ব্যাংক হিসাবে iBAS^{++} সিস্টেমের মাধ্যমে হিসাবরক্ষণ কার্যালয়সমূহ কর্তৃক পরিশোধ করা হচ্ছে;
- সরকারি গেজেটেড কর্মকর্তাদের ছুটি ব্যবস্থাপনার অটোমেশনের লক্ষ্যে ছুটির তথ্য এন্ট্রি, স্বয়ংক্রিয় ছুটির হিসাব, ছুটির প্রত্যয়ন, অনলাইনে আবেদন দাখিল, ছুটি অনুমোদন এবং হিসাবরক্ষণ অফিসে অডিট রেজিস্টার ইত্যাদি হালনাগাদ করার পাইলটিং কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

➢ যথাসময়ে আর্থিক হিসাব উপস্থাপন

সিএজি কার্যালয়ের দিক নির্দেশনায় সিজিএ কার্যালয় বকেয়া আর্থিক হিসাব সম্পন্ন করার পাশাপাশি অর্থবছর ২০২২-২০২৩ এর আর্থিক হিসাব আন্তর্জাতিক মানদণ্ড অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই প্রস্তুত করে নিরীক্ষার জন্য সিএজি কার্যালয়ের নিকট উপস্থাপন করেছে। সময়োপযোগিতার ফলে বিভিন্ন অংশীগণের কাছে আর্থিক হিসাবের গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পাবে এবং নীতি নির্ধারণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে আর্থিক ও উপযোজন হিসাব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

➢ ডিজিটাল ট্রান্সফরমেশন অব অডিট প্রসেস

ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে অডিট ব্যবস্থাপনায় বিরাজমান নানাবিধ সমস্যা থেকে উত্তরণ এবং অডিট প্রক্রিয়াকে ডিজিটাল করার নিমিত্তে Audit Monitoring and Management System (AMMS) সফট্ওয়্যার তৈরির মাধ্যমে ডিজিটাল ট্রান্সফরমেশন অব অডিট প্রসেস আজ বাস্তবতা। অডিট ব্যবস্থাপনা এবং স্টেকহোল্ডারদের সাথে মিথস্ক্রিয়ায় নতুন পথ দেখাবে বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল কার্যালয় কর্তৃক প্রবর্তিত এই ওয়েব-বেইজড্ সফট্ওয়্যার। AMMS সফট্ওয়্যারে ইতোমধ্যে বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল কার্যালয়ের অধীন ১৭টি অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক জারিকৃত অডিট আপত্তি সংক্রান্ত হালনাগাদ তথ্যাদির আর্কাইভ তৈরি করা হয়েছে। সরকারের ৫৭টি মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও আওতাধীন দপ্তরসমূহে অদ্যাবধি বিদ্যমান অডিট আপত্তির সংখ্যা প্রায় ৩ লক্ষাধিক। এর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ আর্থিক অনিয়ম বা এসএফআই হিসেবে চিহ্নিত অডিট আপত্তির সংখ্যা প্রায় ১.৩০ লক্ষাধিক। অপরদিকে অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ আর্থিক অনিয়ম বা নন-এসএফআই হিসেবে চিহ্নিত অডিট আপত্তির সংখ্যা প্রায় ১.৭০ লক্ষাধিক। এই ডিজিটাল প্লাটফর্ম বাস্তবায়নের ফলে উল্লেখযোগ্য যেসব সুফল পাওয়া যাচ্ছে তা হলো-

- অডিট ডিপার্টমেন্ট ও অডিটি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে অধিকতর কার্যকর যোগাযোগ প্রতিষ্ঠায় ব্যয় ও সময় সাশ্রয়;
- অডিটি প্রতিষ্ঠানের জন্য এই সিস্টেমে সহজ প্রবেশাধিকার থাকবে। ফলে কস্ট সেন্টার ভিত্তিক অডিট আপত্তির সংখ্যা, গৃহীত ব্যবস্থা, নিষ্পত্তিকৃত এবং অনিষ্পন্ন আপত্তি সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য পাওয়া নিশ্চয়তা;
- এ সফট্ওয়্যার ব্যবহার করে অডিট অধিদপ্তর এবং অডিটি প্রতিষ্ঠান অডিট আপত্তির জবাব প্রমাণকসহ আদান-প্রদান;

- নিরীক্ষা সম্পাদনকালে অডিট কোয়ারি এবং অডিট মেমো AMMS সফটওয়্যারের মাধ্যমে আদান-প্রদান;
- সাম্প্রতিক সময় পর্যন্ত সকল অডিট আপত্তি এই সফটওয়্যারে সংরক্ষিত থাকায় অডিটি প্রতিষ্ঠানের সাথে সংশ্লিষ্ট অডিট অধিদপ্তরের আপত্তি সংক্রান্ত তথ্যের গরমিলের অবসান;
- মন্ত্রণালয় ও বিভাগ কর্তৃক তার আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহ নিরীক্ষা মন্তব্য বা সুপারিশের আলোকে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে কিনা তা কার্যকরভাবে তদারকির সক্ষমতা;
- সংসদ কর্তৃক অডিট রিপোর্টের বিষয়ে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ নির্বাহী কর্তৃপক্ষ যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করছে কিনা তার সহজতর ও কার্যকর মনিটরিং;

বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নে কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেলের কার্যালয় সদা সচেষ্ট। AMMS ছাড়াও আইবাস++, ই-জিপি, ডিজিটাল নথি ব্যবস্থাপনাসহ সকল ডিজিটালাইজেশন প্রক্রিয়া এগিয়ে নিতে বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেলের কার্যালয় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

➢ **আইটি অডিট এবং আইটি এনভায়রনমেন্ট-এ অডিট কার্যক্রম পরিচালনার সক্ষমতা বৃদ্ধি**

বর্তমানে সর্বক্ষেত্রে প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে Information System এর Integrity, Availability এবং Confidentiality বিষয়ে নিরীক্ষা অত্যন্ত জরুরি। তাছাড়া, ডিজিটাল বাংলাদেশে সরকারি সেবা স্বয়ংক্রিয় ও আইটি নির্ভর হওয়ায় এবং সরকারের সমস্ত লেনদেন আইবাস++ সিস্টেমের মাধ্যমে সম্পন্ন হওয়ার ফলে Auditing in IT Environment বহলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে আইটি অডিটের গুরুত্ব অপরিসীম। আইটি অডিটের গুরুত্ব উপলব্ধি করে ইতোমধ্যে কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল-এর কার্যালয়ের সুপারিশের আলোকে সিপিটিইউ কর্তৃক e-GP অডিট মডিউল ডেভেলপ করা হয়েছে। কর্মকর্তা-কর্মচারীদের আইটি অডিট বিষয়ে প্রশিক্ষণের পাশাপাশি IT অডিট অধিদপ্তর এবং একটি আইটি সেল গঠন করা হয়েছে; যার মাধ্যমে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে আইটি অডিট কার্যক্রম চলমান। এছাড়াও, ক্যাপাসিটি বিল্ডিং এর আওতায় দেশে এবং বিদেশে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে এই সংক্রান্ত জনবল গড়ে তোলা হচ্ছে।

➢ **জলবায়ু পরিবর্তনজনিত নিরীক্ষা ও পরিবেশ নিরীক্ষা**

বাংলাদেশ অন্যতম জলবায়ু পরিবর্তন জনিত ঝুঁকিপূর্ণ দেশ হিসেবে বিবেচিত। জার্মানওয়াচের প্রকাশিত 'গ্লোবাল ক্লাইমেট রিস্ক ইনডেক্স ২০২১' অনুযায়ী, জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাবের ফলে আক্রান্ত দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান সপ্তম। অত্যধিক তাপমাত্রা, অতিবৃষ্টিপাত, বন্যা, খরা, ঘূর্ণিঝড়, সামুদ্রিক স্তরের উন্নতি, ঋতুসংক্রান্ত পরিবর্তন, নদী ভাঙন ইত্যাদি এদেশের মানুষের জীবন-জীবিকার উপর তীব্র নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবেলায় বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ করেছে। সরকারের নেয়া বিভিন্ন Mitigation and Adaptation প্রোগ্রামের উপর সীমিত আকারে ইতোমধ্যে কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল কার্যালয় কর্তৃক Climate Performance অডিট সম্পন্ন করা হয়েছে এবং একই সাথে Climate Performance অডিটকে SAI বাংলাদেশের নিয়মিত অডিট প্রোটকলে অন্তর্ভুক্ত করার পদক্ষেপও নেয়া হয়েছে।

এছাড়াও, পরিবেশ সংক্রান্ত বিভিন্ন ইস্যু যেমন- হাসপাতাল বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা, বন ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি বিষয়ের উপর ইতোমধ্যে পারফরমেন্স অডিট সম্পন্ন করা হয়েছে। এই সকল নিরীক্ষা প্রতিবেদনের সুপারিশসমূহের বাস্তবায়নের

মাধ্যমে আইনের প্রবর্তন ও পরিবর্তন, বাস্তবায়নকারী সংস্থার কাঠামো শক্তিশালীকরণ ও সমস্যার কারণ চিহ্নিত করার মাধ্যমে জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে এই নিরীক্ষা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।

- **Sustainable Development Goals (SDG) নিরীক্ষা**

বাংলাদেশ এখন উন্নয়নের মহাসড়কে অবস্থান করছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে মিলিনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল- ২০১৫ অর্জনের সাফল্যের ধারাবাহিকতায় Sustainable Development Goals-২০৩০ অর্জনের লক্ষ্যেও এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ। টেকসই লক্ষ্যমাত্রা ২০৩০ অর্জনের লক্ষ্যে সরকারের গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপ সঠিকভাবে বাস্তবায়ন হচ্ছে কিনা সে বিষয়ে পারফরমেন্স অডিট সম্পাদনের প্রক্রিয়া চলমান। উল্লেখ্য যে, ২০১১ সালের জাতিসংঘের জেনারেল এসেম্বলি রেজিউলেশনে (A/66/209) এবং ২০১৪ সালের জেনারেল এসেম্বলি রেজিউলেশনে (A/69/228) SDG নিরীক্ষার ক্ষেত্রে SAI এর সক্ষমতা বৃদ্ধির বিষয়ে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

- **রেসপনসিভ অডিট**

বর্তমানে নিরীক্ষা পরিকল্পনার শুরুতে অডিটি প্রতিষ্ঠানের সাথে এন্ট্রি মিটিং, নিরীক্ষা শেষে এক্সিট মিটিং, ব্রড শীট রিপ্লাই (AMMS এর মাধ্যমে), দ্বিপক্ষীয় এবং ত্রিপক্ষীয় সভা, ওয়ার্কশপ/সেমিনার ইত্যাদি আয়োজনের মাধ্যমে অডিটি প্রতিষ্ঠানসহ অন্যান্য অংশীজনের কাছে অডিটের গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পাওয়ায় অডিটের সুপারিশ বাস্তবায়নে তারা উৎসাহিত হচ্ছে। এতে করে অডিট কার্যক্রম দেশের সার্বিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। এছাড়াও, জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ নিরীক্ষা করে সফলতার ঘাটতি থাকলে তার কারণ উদঘাটন এবং প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রদানের মাধ্যমে বর্তমান অডিট কার্যক্রম অনেক ক্ষেত্রেই জনগণের প্রয়োজনকে বিবেচনায় নিয়ে রেসপনসিভ অডিটের ভূমিকা পালন করছে।

অডিট রিপোর্টের মান ও গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পাওয়ায় বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর কার্যালয়ের নিরীক্ষাকৃত আপত্তির সুপারিশ বাস্তবায়নের হার ক্রমবর্ধমান। একই ধরনের নিরীক্ষা আপত্তির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ, পদ্ধতিগত উন্নয়ন, আইন ও বিধি -বিধানের পরিবর্তন, যথা সময়ে হিসাব প্রস্তুতকরণ, ক্রয়, প্রাধিকার বহির্ভূত ব্যয় হ্রাস, মজুদ ঘাটতি ও সিস্টেম লস নিরসনে অগ্রগতি, বাজেটের অতিরিক্ত খরচ লোপ পাওয়া প্রভৃতি উন্নতি নিরীক্ষা আপত্তি উত্থাপনের ফলে সাধিত হয়েছে। মহান একাদশ জাতীয় সংসদের অধিবেশনে ৫ বছরে (২০১৯ হতে ২০২৩) মোট ৮১ টি অডিট রিপোর্ট মহামান্য রাষ্ট্রপতির মাধ্যমে মহান জাতীয় সংসদে উপস্থাপন করা হয়। একাদশ জাতীয় সংসদের সরকারি হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটিতে গত ৫ বছরে ৮১৪ টি অডিট আপত্তি আলোচিত হয়েছে। এই সময়ে অডিটের সুপারিশ অনুযায়ী অডিটি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে ১৭টি অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক লক্ষাধিক অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি করা হয়েছে। বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর কার্যালয়ের সুপারিশ, অর্থ বিভাগের উদ্যোগ এবং সরকারি হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির নির্দেশনায় সকল মন্ত্রণালয়/ বিভাগে অডিট কমিটি গঠিত হয়েছে; যা সরকারের জবাবদিহিতা প্রক্রিয়ায় অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিয়েছে।

০৭. চ্যালেঞ্জসমূহ

সময়ের পরিক্রমায় সরকারি কর্মকাণ্ডের ব্যাপক বিস্তৃতি ঘটেছে এবং নতুন নতুন ইস্যু জনআগ্রহের বিষয়ে পরিণত হয়েছে। এ বিষয়ে কার্যকর ভূমিকা পালনের জন্য সিএজি কার্যালয় ও আওতাধীন কার্যালয়সমূহের পেশাদারিত্ব ও সাংগঠনিক সক্ষমতা বৃদ্ধি

প্রয়োজন। PAC এবং নিরীক্ষার সুপারিশের নিয়মতান্ত্রিক অনুসরণের জন্য আরো সুসংহত প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। পিএসি, সিএজি কার্যালয় ও সরকারের সম্মিলিত প্রচেষ্টা আরও বেগবান করার মাধ্যমে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি অর্জিত হবে। রাজস্ব অডিটসহ বিভিন্ন নিরীক্ষা কার্যকরভাবে সম্পাদনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেলের নিরীক্ষা ম্যানডেটের কার্যকর বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে।

০৮. SAI বাংলাদেশের প্রস্তুতি

সিএজি কার্যালয়ের কার্যক্রমকে আরও অর্থপূর্ণ করার জন্য কার্যকর আন্তর্জাতিক নিরীক্ষা মানদন্ডের প্রয়োগ, নৈতিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা, কম্পিউটার সহায়ক নিরীক্ষা কৌশল ও নিরীক্ষা ব্যবস্থপনার সফট্ওয়ারের ব্যবহার এবং জনগুরুত্বসম্পন্ন নিরীক্ষার বিষয় নির্বাচনের মাধ্যমে পেশাদারিত্ব বৃদ্ধিতে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম চলমান রয়েছে। নিরীক্ষা এবং PAC এর সুপারিশের বাস্তবায়ন অনুসরণের জন্য নিরীক্ষা ব্যবস্থাপনা ও তদারকি পদ্ধতি পুনর্বিন্যাস করার পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে। সর্বোপরি, SAI এর দায়িত্ব ভালোভাবে উপলব্ধি এবং কার্যকরভাবে নিরীক্ষার ফলাফল অবহিতকরণের জন্য মিডিয়ার সংশ্লিষ্টতা বৃদ্ধির বিভিন্ন কার্যক্রমও গ্রহণ করা হচ্ছে। এসকল উদ্যোগের বাস্তবায়ন এবং নিরীক্ষা ও হিসাব সেবাকে আরো কার্যকর করার জন্য নিরীক্ষা ও হিসাব বিভাগের বর্তমান সাংগঠনিক কাঠামোর পুনর্বিন্যাস প্রয়োজন।

০৯. ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

- মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ঘোষিত স্মার্ট বাংলাদেশ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সরকারের পরিশোধ ও হিসাবরক্ষণ ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী ও আধুনিক করে সরকারি আর্থিক ব্যবস্থাপনাকে আরও উন্নত করা;
- সরকারকে আয় ও ব্যয় এর সঠিক ও রিয়েল টাইম তথ্য প্রদানের মাধ্যমে স্মার্ট Fiscal Policy প্রণয়নে সহায়তা করা;
- **জনকল্যাণ অডিট (Welfare Audit) বাস্তবায়ন:** মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উন্নয়ন দর্শন হচ্ছে সবার জন্য উন্নয়ন। এর জন্য গৃহীত বিভিন্ন কল্যাণমূলক কর্মসূচি সঠিকভাবে বাস্তবায়নের মাধ্যমে দুস্থ জনগোষ্ঠীর কাছে এই সকল কর্মসূচির সুফল পৌঁছাচ্ছে কিনা তা নিশ্চিতকরণের জন্য নিয়মিত এই সংক্রান্ত পারফরমেন্স অডিট পরিচালনা করা;
- **অডিটকে অটোমেশন ও স্মার্ট সার্ভিস অডিটে (Smart Service Audit) উন্নীতকরণ:** ২০৪১ সালের মধ্যে সমৃদ্ধ ও উন্নত স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ে তোলার চারটি পিলারের একটি হচ্ছে স্মার্ট গভার্নমেন্ট। এর লক্ষ্য হচ্ছে আইটি ও ডিজিটাল টেকনোলজির মাধ্যমে জনগণের দোরগোড়ায় স্মার্ট সার্ভিস ডেলিভারি। এই উদ্দেশ্যে বিভিন্ন ডিপার্টমেন্ট সেবা প্রদানে কী উদ্যোগ গ্রহণ করছে এবং এ সকল কার্যক্রম সরকারের লক্ষ্যের সাথে কতটা সঙ্গতিপূর্ণ তা বিশ্লেষণের জন্য নিয়মিত পারফরমেন্স অডিট পরিচালনা করা; যা দেশের Perspective Plan of Bangladesh 2021-2041 এর লক্ষ্য বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।
- **দক্ষ বাজেট ব্যবস্থাপনা অডিট গড়ে তোলা:** সরকারি অর্থের অপচয় রোধের মাধ্যমেও জনকল্যাণে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সম্পদ বণ্টন আরও বৃদ্ধি করা সম্ভব। প্রাক্কলিত বাজেটের যথার্থতা এবং জনগণের সেবা ও কল্যাণের মানের সাথে কোনো রকম আপোস না করে সরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান কতটা দক্ষতা ও মিতব্যয়িতার সাথে কাজ করছে তা নিশ্চিতকরণের জন্য নিয়মিতভাবে বাজেট ব্যবস্থাপনার দক্ষতার উপর অডিট পরিচালনা করা।

পরিশেষে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার দক্ষ, বিচক্ষণ নেতৃত্বে, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর সুখী, সমৃদ্ধ ও স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ গড়তে, বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ও মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ধারণ করে সকল দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করে বিনয়, আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সাথে জনগণকে সেবা প্রদান করা এবং গুণগত মান সম্পন্ন হিসাব ও নিরীক্ষা প্রতিবেদন প্রণয়নের মাধ্যমে সুশাসনের পথ সুগমের জন্য বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল-এর নেতৃত্বে সিএজি কার্যালয় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ও এই প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে সদা সচেষ্ট।

বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল
অডিট ভবন
৭৭/৭, কাকরাইল
ঢাকা-১০০০।